দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 DEC 1998
পৃঃ ... কলাম ...

চট্টগ্রামে অনুমোদনহীন দুইশ' কেজি স্কুল ঃ চলছে শুধু ব্যবসা

সা. মো. মসিহ রানা, চট্টগ্রাম ব্যুরো থেকে : চট্টগ্রাম অঞ্চলের দু' শতাধিক কিন্ডারগার্টেন স্কুলের কোন অনুমোদন নেই, নেই কোন নিয়মনীতি। বছরের শুরুতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিযুদ্ধের নামে চলছে লাখ লাখ টাকার ব্যবসা। নগরীর অনুমোদিত সাড়ে তিন শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত প্রায় বিশ থেকে ত্রিশ হাজার শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে এসব অনুমোদনহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ঝুঁকে পড়েছেন। শিক্ষা বিভাগেরও এ ব্যাপারে নেই কোন মাথাব্যথা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় অনুমোদিত প্রায় সাড়ে তিনশ' প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে শুধুমাত্র ইংলিশ মিডিয়াম, ইংলিশ-বাংলা সমন্বিত মিডিয়াম, বাংলা মিডিয়াম গ্রামার স্কুল, কেজি স্কুলের সংখ্যা প্রায় তিনশ'। এসব স্কুলের মধ্যে বাংলাদেশ কিন্ডার-গার্টেন এসোসিয়েশন তালিকাভুক্ত চট্টগ্রাম মহানগরীর স্কুলের সংখ্যা প্রায় আড়াইশ'। সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ নগরীর প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবার লক্ষাধিক। এ বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে ভর্তি করানোর মতো সিট সংকুলান নেই। এতে স্বাভাবিকভাবেই নগরীর প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চি হওয়ার কথা। নিকট অতীতের ফি বছরই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

এই ভর্তি সংকটকে পুঁজি করে নগরীর আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গজে উঠছে কিন্ডার গার্টেন স্কুল, যার কোন অনুমোদনও নেই। এসব স্কুলের শিক্ষার মান ও সুযোগ-সুবিধা অত্যন্ত নিম্নমানের। তথাপি ভর্তি ফি ও মাসিক বেতনের পরিমাণ কোন অংশে কম নয়। অপরদিকে ভর্তিচ্ছু বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী নামি-দামি স্কুলে ভর্তি হতে না পেরে সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রতি ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। এতে নির্ধারিত সিটের অতিরিক্ত ২/৩ গুণ শিক্ষার্থী নিয়ে সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি ঘটছে। এ অবস্থার নিরিখে অবস্থাসম্পন্নদের তাদের সন্তানকে নামি-দামি স্কুলে ভর্তি করানোর প্রচেষ্টা, অর্থবিত্তশালীদের সন্তানদের ভাল স্কুলে ভর্তি করানোর আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে নগরীর হাতেগোনা স্বনামধন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ বিত্তশালী অভিভাবকদের উপর বিরাট অংকের ডোনেশানের প্রস্তাব ছুড়ে দেয়। অবস্থাসম্পন্নদের এ ডোনেশন টোপ বাধ্য হয়ে হজম করতে হয়। অনেক জনপ্রিয় স্কুলে ভর্তি করাতে প্রয়োজন তদবির-লবিং। ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকে তাই মহানগরীর জনপ্রিয় স্কুলগুলোকে ঘিরে অভিভাবকদের তদবির-লবিং শুরু হয়ে গেছে। লবিং-তদবিরের জোর যে অভিভাবকের যত বেশি তিনি ততটা সফলকাম হবেন।

সংশ্লিষ্ট অপর একটি সূত্র জানায়, শিক্ষার জন্য শহরমুখী জনস্রোত ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু সে অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ছে না। ফলে ফি বছর ভর্তি সমস্যা হচ্ছে। ক্রমশ তা প্রকট আকার ধারণ করছে। ক্রমবর্ধমান এ সমস্যাকে মোকাবিলা করতে মহানগরী এলাকায় আরো পাঁচ শতাধিক স্কুল প্রয়োজন।

শিক্ষা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা জানান, বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর দিকে লক্ষ্য রেখে চট্টগ্রাম অঞ্চলের আনাচে-কানাচে ব্যাপক কিন্ডারগার্টেন গড়ে উঠছে। কোনপ্রকার নির্দিষ্ট নিয়মনীতি, বাধ্য-বাধকতার বালাই নেই এসব কিন্ডারগার্টেন স্কুলে। এমনকি শিক্ষার সঠিক মানদণ্ড বলতে কিছু এসব স্কুলে না থাকার কারণে কোমলমতি শিশুদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার ধারাবাহিকতা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হচ্ছে। এছাড়া এসব কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষকদের শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার কোনপ্রকার প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই। উক্ত কর্মকর্তা নগরীর তথাকথিত কিন্ডারগার্টেনগুলোর শিক্ষার মান, পদ্ধতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সুষ্ঠু শিক্ষাগ্রহণ নিশ্চিত করণার্থে এ ব্যাপারে বিধিবিধান আরোপ প্রয়োজন বলে জানান।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নগরীর অধিকাংশ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ভর্তি ফি মাথাপিছু ১ হাজার থেকে ১৫শ' টাকা পর্যন্ত এবং মাসিক বেতন ১শ' থেকে ৩শ' টাকা পর্যন্ত। ইংলিশ-বাংলা সমন্বিত মিডিয়াম স্কুলের ভর্তি ফি মাথাপিছু ৭শ' থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং মাসিক বেতন ৮০ থেকে ২শ' টাকা পর্যন্ত। বাংলা মিডিয়াম স্কুলের ভর্তি ফি মাথাপিছু ৫শ' থেকে ৬শ' টাকা এবং মাসিক বেতন ৭৫ থেকে দেড়শ' টাকা। গ্রামার স্কুলের ভর্তি ফি ১২শ' থেকে ৬ হাজার টাকা এবং মাসিক বেতন ৫শ' থেকে ৮শ' টাকা।

নগরীর অধিকাংশ ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ভর্তিফরম ইতোমধ্যে দেয়া হয়েছে। কোন কোন স্কুলের ভর্তি পরীক্ষাও সম্পন্ন হয়েছে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে ভর্তি শুরু হয়ে যাবে অধিকাংশ স্কুলে।